রূপলেখা

নিউ থিয়েটার্স

14-4-34

14-4-34

রূপলেখা—

সুলেখা	...	উমাশশী
অরূপ	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
উশীনর	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মহেশ্বর	...	মনোরঞ্জন ভট্ট
অশোক	...	অহীন্দ্র চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল
শব্দযন্ত্রী	...	লোকেন বসু
চিত্রশিল্পী	...	ইউসুফ্ মুল্‌জী
গান	...	বাণীকুমার
কারুচিত্র	...	সিদ্ধেশ্বর মিত্র
ব্যবস্থাপক	...	অমর মল্লিক

সুলেখা ও অরূপ

রূপলেখা——

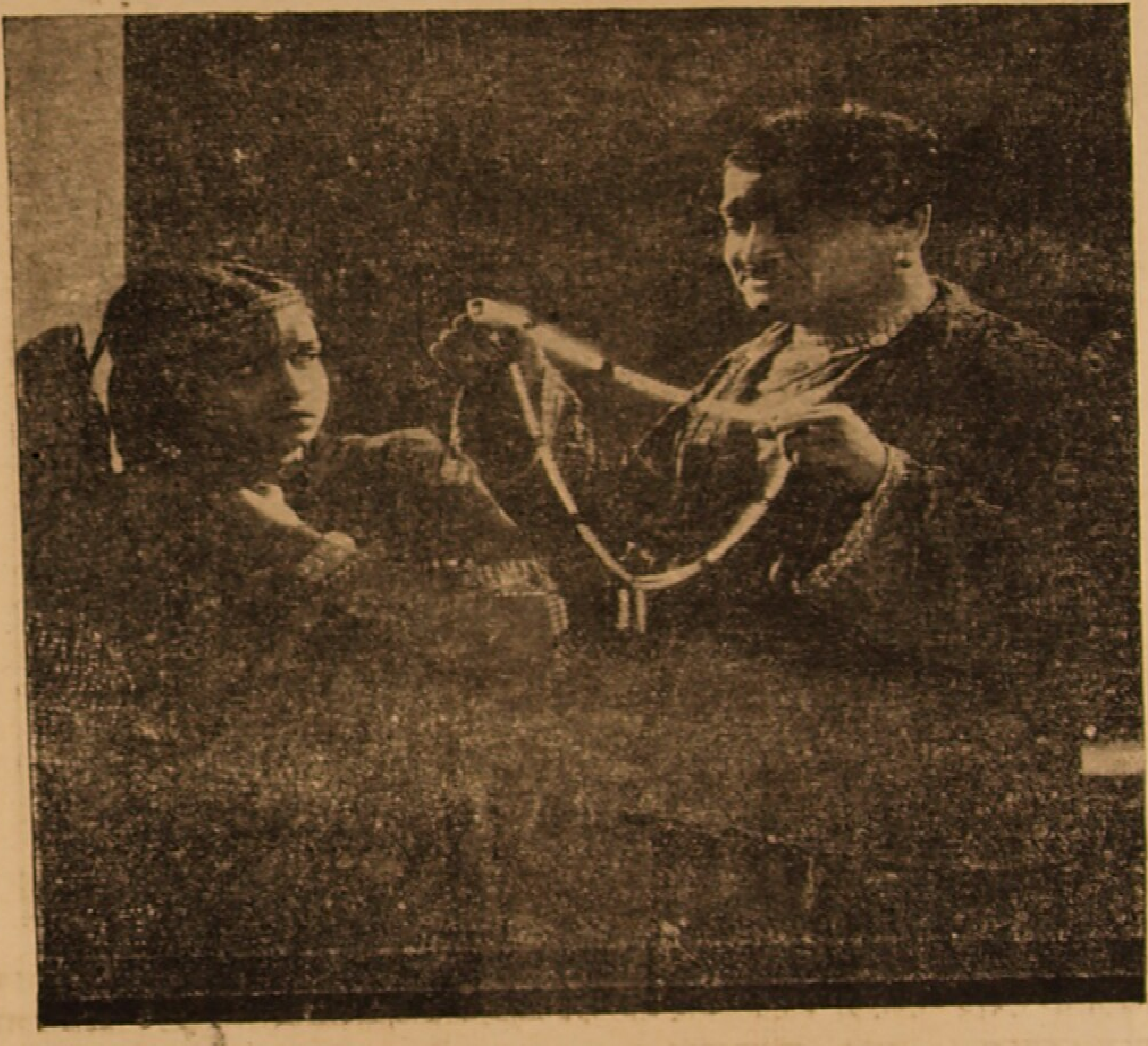

তখন প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক ভারতের সিংহাসনে।

সংসারের কোলাহল হ'তে দূরে—এক পাহাড়ের বুকে ছোট্ট এক গ্রামে সুলেখা বলে একটি মেয়ে থাকত। সংসারে আপনার বলতে ছিল তার মা ... আর ছিল অরূপ—সেই গ্রামেরই এক রাখাল ছেলে। ...... তার মা চাইত, সুলেখা কোন বড়লোককে বিয়ে ক'রে দাসদাসী-ঘেরা প্রাসাদে থেকে আমোদ

আহ্লাদে দিন কাটাবে ; কিন্তু অরূপ সুলেখাকে বল্‌তো—সুলেখা—তুমি রাজ-ঐশ্বর্য্যের মোহ ছেড়ে দিয়ে—বনের যে মুক্তপাখী, তারই মত বনে বনেই গান গেয়ে বেড়াও ... আর, ভালবাসা ? ... এক গরীব চাষীর বুকভরা ভালবাসা—তাই তোমার যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশী আর কিছু চেয়ো না ... ..

দিন যায়। সুলেখার মা অশোকের রাজবাড়ীতে একটী কাজের যোগাড় করেছে ... সুলেখাকে নিয়ে যাবে। ... সেখানে কত বড় লোকের আনাগোনা ... আর, সুলেখার যা রূপ ... ঐশ্বর্য্য-বিলাসের কথা ভেবে সুলেখার মার মনটী

আনন্দে ভ'রে ওঠে ... অরূপের নিঃস্ব ভালবাসা উপেক্ষা ক'রে সুলেখাকে সংসারের স্রোত টেনে নিয়ে গেল মহারাজ অশোকের রাজপ্রাসাদে ... যাবার বেলায় সুলেখা তার ছোট্ট হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা জানিয়ে গেল অরূপের কাছে ... অরূপ যেন রাজবাড়ীতে কাজের যোগাড় করে, নৈলে কে তার বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে ......

মহারাজ অশোকের রাজবাড়ী ...

নায়ক উশীনর মহারাজের পার্শ্বচর ... সঙ্গী ......

সুরা, নারী, আর বিলাসের উৎসবে প্রাসাদ উন্মত্ত ...

সুলেখার মার বুক আশায় ভ'রে উঠেছে—নায়ক উশীনর সুলেখাকে বিয়ে করবে—বোধহয় ......

মহারাজ অশোক একদিন অরণ্যবিহারে গিয়ে ছেন...সঙ্গে নায়ক, শাস্ত্রী, সামন্ত ... ... কিন্তু অরণ্য ত মহারাজ মানে না ... মহারাজ অশোক পথভ্রান্ত

হলেন ...... রাত্রি গভীর, অশ্বের বল্গা অশোক ছেড়ে দিয়েছেন ... অশ্ব তাঁকে নিয়ে এল— এক কুটীরে ... দরজায় এসে অশোক ডাক্‌লেন—"কে আছ ?—"

দরজা খুলে গেল—সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘাকৃতি তপস্বী ব্রাহ্মণ—। অশোক বল্লেন—আমি মহারাজ অশোকের কর্ম্মচারী—পথ হারিয়েছি, আশ্রয় চাই।

ব্রাহ্মণ একটু ভেবে বল্‌লে—মহারাজ অশোকের কর্ম্মচারীকে আমি

আশ্রয় দিই না—কারণ মহারাজ অশোকের রাজত্ব পাপের রাজত্ব, বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার লীলানিকেতন ......

মহারাজ অশোকের জীবনে বোধহয় এই প্রথম সত্যের কাছে তাঁর নিজের দম্ভ মাথা নীচু ক'রলো ......

কিছুদিন পর অমাত্য-পরিবৃত রাজা অশোকের সামনে সেই ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলিত ক'রে এনে তাঁর কর্ম্মচারীরা বিচারের জন্য দাঁড় করালে।

অশোক বসলেন ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্যের বিচার করতে, কিন্তু তপস্বী ব্রাহ্মণ জানতে চাইলেন যে, কোন অধিকারে মহারাজ অশোক এক সত্যাশ্রয়ী অরণ্যচারী ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলিত করে হিন্দুত্বের অবমাননা করছেন …

ব্রাহ্মণ আরও বললে—অশোক, ঐ গর্ব্বিত সিংহাসনে বসে কি ভাবচ, তুমি তোমার ঐ রক্তচক্ষু দেখিয়ে ন্যায়কে, সত্যকে পরাভূত কর্বে ......

ব্রাহ্মণের অট্টহাস্যে মহারাজ অশোক বিচলিত হলেন। সিংহাসন থেকে নেমে এসে ব্রাহ্মণের শৃঙ্খল খুলে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন, আর বললেন—ব্রাহ্মণ তোমার অভিযোগ সব জেনে নেবো এক সর্ত্তে। এই রাজ্যের রাজ্যভার এক বৎসরের জন্য তোমার হাতে তুলে দেব—কিন্তু যদি—

যাহোক্—ব্রাহ্মণ মহেশ্বর হলেন রাজা...

দিন যায়...ব্রাহ্মণ রাজত্বে শান্তি এনেছে, ন্যায়ের শাসন এনেছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ সিংহদ্বারের অন্তরালে অশান্তি আর ঈর্ষার প্রতিদ্বন্দিতা সমানে চলেছে ... মহারাজ অশোক আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান। নায়ক উশীনর এই সুযোগে অশোককে হত্যা ক'রে সিংহাসন হস্তগত করতে চাইলেন—আর সেই সঙ্গে চাইলেন—সুলেখাকে।—

একদিন রাত্রে মহারাজ অশোক ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে যাবেন,—নায়ক উশীনরকে ডেকে পাঠালেন। তখন উশীনর সুরামত্ত—সুলেখাকে জোর ক'রে আনিয়ে তার গান শুনছেন। — ভৃত্য অরূপ নায়ককে দেখতে এসে দেখলে তার সুলেখা নায়কের প্রমোদ কক্ষে ... ...

পরদিন সকালে উশীনরের মৃতদেহ প্রাসাদের সিংহদ্বারের সামনে পড়ে আছে বিচার—বিচারে মহেশ্বর দিলেন অরূপের প্রাণদণ্ড ......

মহারাজ অশোকের—প্রাসাদের কোণে ছোট্ট একটি হৃদয় তখন আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল—সুলেখা তার ঘরে রুদ্ধ। কিন্তু সে যে জানে অরূপ নির্দ্দোষী।—

অরূপ চললো মরণের পারে—বুঝি কালস্রোতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সুলেখার বাহুর বেষ্টনী ছিন্ন ক'রে————

তারপর ?————

গান

(১)

সোনার দীপ দিল পরায়ে—
রাঙা টীপ পাহাড়-চূড়াতে।
সোনার তরল-সাজে ঝরণা
নেচে চলে বঁধূরে ভুলাতে।
মৌমাছিরা গুণগুণিয়ে—
পদ্মেরে দেয় গান শুনিয়ে,
ঝাউ দোলে চামর ঢুলায়ে
দিনের হিরণ-কেশে বুলাতে॥

---

(২)

দূরের রঙীন্ পথ যে-রে ঐ
ভোলায় আমার মন!
সাথী আমার, বঁধু আমার—
এলো যাবার ক্ষণ।
মোর আঙীনায় পৌঁছিল ডাক,
সব পুরাতন পিছনে থাক্,
কোন বেদনায় আজি প্রাণ গায়,—
কেন কাঁদে দু'নয়ন॥
একলা আমায় যেতে হ'বে
তাইতো মরি ডরে!
এসো তুমি সঙ্গে আমার
সেই অচেনা ঘরে।
মোর রাতিদিন তোমারে চায়,
তোমার ছবি চোখের তারায়,
তুমি এ-হিয়ার প্রেম-মণি-হার
চির-সুন্দর ধন॥

---

(৩)

চলে যায় মরীচিকা-মায়া অজানার।
প্রিয় মোরে চেনা স্বরে ডাকে বারেবার।
চামেলি বকুল-বনে
গায় বাঁশী আনমনে, (মোর কানে কানে)
পরাণে ভোলাও তুমি বন্ধু আমার।
খেলে যায় দখিনায় কার কল হাসি !
শুকতারা তাই চাঁদে বলে ভালবাসি।
রাজার মণির মালা —
মুকুতায় ভরা ডালা —
মন ওঠেনা যে — চাই বন ফুলহার॥

(৪)

তুমি ধন্য ধন্য রাজ — রাজ জয় হে !
ভারত-ভাগ্য-গগণে তুমি
দীপ্ত অরুণোদয় হে।
বিপন্ন-চির-পালন-ব্রতী,
দুষ্ট-তাপন দুর্জ্জয়-মতি,
কত জন গণ অন্তরপুরে
বিরাজিছে কৃপাময় হে।
ধরণী গাহিছে যশ-গৌরব —
জয়তু ভূপাল জয় হে॥

(৫)

ভালোবাসো কিনা বাসো আমারে
জানিতে যে মন চায় গো।
বারে বারে খুলি স্মৃতি-দুয়ারে
অকারণ বাঁশী গায় গো।
নদী-তীরে মোরা বসি দু'জনাতে
গেয়েছি যে-গান মিলি হাতে হাতে,

সে গানের সুর বেদন-মধুর
বাজে মোর বেণুকায় গো।
মিলনের দিন যায় ছলিয়া,
একা বসি বাতায়নে।
আলেয়ার টানে সব ভুলিয়া
কাঁদি শুধু নিরজনে।
মিলাইবে হাসি ফাগুণের দিন
কঠিনের মুঠি হয়ে যাবে ক্ষীণ,
ক্ষণেকের নেশা হবে ভুলে মেশা
আশা-আলো নিভে যায় গো॥

---

(৬)

মোর অশান্ত আঁচল তোমার হাসির দোলায় দোলে।
সরম-ঘেরা ঘোমটা-খানি সকল বাঁধন ভোলে।
প্রাণ যে তোমার প্রণয় মাগে
রঙীণ স্বপন অনুরাগে,—
তোমার চোখের চাহনি ওই প্রেমের তুফান তোলে॥
জীবন আমার ভরে দিলে তোমার প্রীতির দানে।
সোহাগ লোভীর অন্তর আজ পূরাও আশার গানে।
ভালবাসার নাইকো মানা,
তোমায় আমার হবে জানা,
রাত যেন না বৃথাই কাটে অলস ঘুমের কোলে॥

---

(৭)

ফাগুণ-রঙীন্ পথ যে-রে ঐ
ভোলায় কেন মন!
সাথী আমার এলো এবার—
সব হারাবার ক্ষণ।

বাহির হলেম একা একা,
কখন তোমার মিলবে দেখা,—
মিলন আশায় আজি গান গায়—
বিজন গিরিবন।
অন্ধকারে হারিয়ে গেছি
তাইতো কেঁদে মরি!
হাত ধরে আজ লও গো ডেকে
চল্‌বো কেমন করি।
মোর রাতিদিন তোমারে চায়
তোমার ছবি চোখের তারায়—
তুমি এ হিয়ার প্রেম-মণি-হার—
চির-সুন্দর ধন ॥

(৮)

ডাক দিয়েছে নাম ধরে আজ
আমার পিয়াল বন।
সাঙ্গ-হোলো সকল আয়োজন।
সেথা ঘরের আগুন হাসে,
রোদের সোনা ছড়ায় ঘাসে,
মাঠের বাঁশী সুরের স্বপন
রচে সারাক্ষণ ॥

THE NEW THEATRES LIMITED

THE PIONEER PRINTING WORKS.